বাংলাদেশের শিল্পকলায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা

মোঃ আব্দুল আযীয*

সারসংক্ষেপ : *শিল্পকলা চর্চার ইতিহাসে বরাবরই ক্যালিগ্রাফি একটি প্রাচীন আর্ট ফর্ম হিসেবে চর্চিত হয়ে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয় মূলত চীন, জাপান এবং মুসলিম দেশগুলোতে। উনিশ এবং বিশ শতকে ক্যালিগ্রাফি নতুনভাবে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে। তবে আরবীয়রা ক্যালিগ্রাফিকে একটি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। আধুনিক সময়ে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয় শিল্পক্ষেত্রেও শিল্প হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। সম্প্রতি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে ক্যালিগ্রাফি চর্চা নিয়ে। বাংলার চারুকলায় ক্যালিগ্রাফির উত্তরাধিকার এসেছে মোগল মিনিয়েচারের ঐতিহ্য থেকে। ৭০ দশকে চারুকলার প্রাচ্যকলা বিভাগে পাণ্ডুলিপি চিত্রণ সংযুক্তের সাথে ক্যালিগ্রাফি বিষয়টি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয় (মলয়বালা, ২০১৮ পৃ. ২৮৬)। এছাড়া গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগেও ক্যালিগ্রাফি সিলেবাসভুক্ত আছে। বর্তমান সময়ে বইপত্রের প্রচ্ছদ, ইলাস্ট্রেশন এবং লিপিকলাতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। বইয়ের প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফি স্টাইলে লেখার অগ্রনায়ক গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের অধ্যাপক শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী। বই-পত্রের প্রচ্ছদ, পোস্টারে প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক শিল্পী হাশেম খানের তুলির টানে রয়েছে গ্রামীণ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার বৈশিষ্ট্য। সময়ের সাথে সাথে ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও এর ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে অনেক শিল্পী ক্যালিগ্রাফি শিল্পচর্চা করছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে, হস্তলিখিত লোগো ডিজাইনে, ধর্মীয় চিত্রে, ঘোষণায়, স্মৃতিনথিতে, প্রশংসাপত্রে, জন্ম-মৃত্যু সনদে, মানচিত্র ও অন্যান্য লিখন কাজে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পরিসরে ক্যালিগ্রাফি*

*সহযোগী অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিভিন্ন মাধ্যমে চর্চা হচ্ছে। ফলে শিল্পাঙ্গনে ক্যালিগ্রাফি চর্চার বিষয়টি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশের শিল্পকলায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা নিয়ে আলোচনা করা হলো এই নিবন্ধে।

শব্দসংকেত (Keyword) : শিল্পচর্চা, ক্যালিগ্রাফি, প্রাচ্যকলা, শিল্পকলা

ভূমিকা

ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে শব্দ আঁকার শিল্প যেখানে চমৎকার সব প্রতীক নিজস্ব স্টাইলে নিখুঁত ও সুন্দর করে সাজানো হয়। এ শিল্পে শব্দ ও হরফ লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা, ঐতিহ্য, ছন্দ, সৃজনশীলতার সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইংরেজি Calligraphy শব্দটা গ্রিক শব্দ ক্যালিগ্রাফিয়া থেকে এসেছে। গ্রিক শব্দ Kallos এবং Graphein-এর সহযোগে গঠিত হয় ক্যালিগ্রাফিয়া। Kallos অর্থ সুন্দর, Graphein অর্থ লেখা। সুতরাং চমৎকার লেখন শিল্পকে বলা যায় ক্যালিগ্রাফি (উইকিপিডিয়া, ১৬ই জুন, ২০২২)। এই শিল্পে মোটা কলম বা তুলির সাহায্যে অক্ষরের নকশা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, কোনো অক্ষর বা শব্দকে সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিতভাবে ফুটিয়ে তোলা। তবে যে কোনো অলংকার সজ্জিত সুন্দর লেখা ক্যালিগ্রাফি বা চারুলিপি নয়। ক্যালিগ্রাফি শিল্পতে শিল্পকলার শর্তগুলো বিদ্যমান থাকে। এছাড়া ক্যালিগ্রাফি যোগাযোগেরও একটি মাধ্যম। এর ভেতর টাইপোগ্রাফি, সাইনবোর্ড, রাইটিং ব্যানার, গ্রাফিতি, গ্রাফিক ডিজাইনের মতো নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। ক্যালিগ্রাফির লেখা পড়তে বা বুঝতে একটু অসুবিধা হলেও এর চমৎকার শৈল্পিকতা ও দৃষ্টিনান্দনিকতা সেটা ভুলিয়ে দেয়। বর্তমানে এই আর্ট ফর্মটি বিভিন্ন দেশ, ভাষা এবং ধর্মের মানুষ চর্চা করে। প্রাচ্যদেশিয় শিল্পচর্চার কলম দিয়ে চিত্র রচনার সাথে শিল্প খণ্ডিত লেখার সন্নিবেশ যেমন হতে হয়, তেমনি তুলি দিয়ে চিত্র নির্মাণের সাথে বিশেষ দক্ষতায় ক্যালিগ্রাফি করা হয়। প্রাচ্যের এই কলম ও তুলি দিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা দুটি ধারায় প্রবহমান। বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে এ ক্যালিগ্রাফি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। এ আলোচনায় দুটি ধারার ক্যালিগ্রাফির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্যালিগ্রাফি চর্চা

বাংলাদেশে আরবি, বাংলা, ইংরেজি হরফে ক্যালিগ্রাফি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চারুকলার প্রাচ্যকলা ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে দেখা যায়। বাংলা ও ইংরেজি হরফে ক্যালিগ্রাফির যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে হয়েছে তা বইয়ের প্রচ্ছদ, পোস্টার কিংবা বিজ্ঞাপন তৈরির কাজে নান্দনিক রেখাপ্রধান শিল্প হিসেবে নিশ্চিত হবার অবকাশ রয়েছে (চিত্র নং-১)। বইয়ের ভেতর ইলাস্ট্রেশনেও সেটি দেয়া দেখা যায়। অন্যদিকে পুস্তক চিত্রণ বিষয়ের সাথে ক্যালিগ্রাফি প্রাচ্যকলায় ৭০ দশকে অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তী সময়ে নিরীক্ষাধর্মী বা সৃজনশীল ক্যালিগ্রাফি চর্চা হিসেবে প্রাচ্যকলায় চর্চা হয়। আরবি ক্যালিগ্রাফি প্রাচ্যকলায় পেইন্টিংয়ে মোটিফ হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি শিল্পী আবদুস সাত্তারের হাত ধরে চালু হয় (মলয়বালা, ২০১৮ : পৃ. ২২০-২২১)। বলা যায়, বাংলাদেশে আরবি ক্যালিগ্রাফি চিত্রণে পরীক্ষা-নীরিক্ষাও শিল্পী আবদুস সাত্তার শুরু করেন (চিত্র নং-২)। এছাড়া ছাপচিত্রে আরবি ক্যালিগ্রাফি চর্চাও তিনি প্রথম করেন। ১৯৮৪ সালে মালয়েশিয়াতে ইসলামিক আর্ট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিল্পী আবদুস সাত্তারের উডকাঠ মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মটির প্রদর্শনী হয়। এবং শিল্পকর্মটি আয়োজকরা সংগ্রহ করে (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২০২২: ১৩ই জুন)। তবে টাপেস্ট্রিতে শিল্পী রশিদ চৌধুরী এবং তার ছাত্র তাজুল ইসলাম ক্যালিগ্রাফি চর্চার পথিকৃৎ (চিত্র নং-৩)। পেইন্টিংয়ে সুলতানি আমলের শিলালিপির ফর্ম প্রথম দেখা যায় নব্বই দশকে শিল্পী মর্তুজা বশিরের কাজে। তার কালিমা তৈয়বা প্রদর্শনীর কাজগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নজির হয়ে থাকবে। প্রাচ্যকলায় যে সৃজনশীল ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়, তাতে ক্যালিগ্রাফি বৈশিষ্ট্যের তুলনায় চিত্রনির্মাণে আঙ্গিক ও অনুষঙ্গ হিসেবে ক্যালিগ্রাফিকে উপস্থাপনের প্রয়াস দেখা যায়। মোগল মিনিয়েচারে ক্যালিগ্রাফি যে অসাধারণ ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত, বাংলাদেশ আমলে প্রাচ্যকলার কাজে তা অনুপস্থিত, কারণ কলমের কাজ করার মতো শিক্ষক শিল্পী না থাকা অথবা বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া। সুতরাং প্রাচ্যকলার ক্যালিগ্রাফি চর্চায় আরবি কোনো শৈলীর প্রয়োগ দেখা যায় না।

৮০'র দশকে পুরান ঢাকার মোগল স্থাপত্যের ফর্মের আদলে একটি আরবি ক্যালিগ্রাফি মোটিফ নির্ভর কিছু পেইন্টিং করেছিলেন শিল্পী আবু তাহের। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা বেশ সাড়া ফেলেছিল। ইউনেস্কোর ভিউকার্ডে সেটা স্থান করে নিয়েছিল (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)।

প্রতিবছর চারুকলা অনুষদের বার্ষিক ও প্রাচ্যকলা বিভাগের বার্ষিক প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফি কাজের সরব উপস্থিতি দেখা যায়। এছাড়া প্রাচ্যকলার অ্যালামনাই ও শিল্পীদের গ্রুপ প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফির দেখা নিয়মিত পাওয়া যায়। মাধ্যম হিসেবে কাগজ, ক্যানভাস বহুল ব্যবহৃত হলেও একেবারে অপ্রচলিত মাধ্যম তালপাতায় ক্যালিগ্রাফি প্রথম করেছেন প্রাচ্যকলার পিএইচ ডি গবেষক মোহাম্মদ আবদুর রহীম (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ১৪ই নভেম্বর ২০২২)। প্রাচ্যকলা আয়োজিত এক তালপাতা ও পটচিত্র কর্মশালায় "হিলাইয়া" ফর্মে এ ক্যালিগ্রাফিটি তিনি করেন। প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের বাংলা আরবি ক্যালিগ্রাফি নীরিক্ষাধর্মী কাজ সাম্প্রতিক সময়ের প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয়েছে (চিত্র নং-১১)। এছাড়া গোপালচন্দ্র ত্রিবেদীর কাজেও বাংলা ক্যালিগ্রাফির কলমের কাজ রয়েছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্যালিগ্রাফি চর্চা

ইসলামের শিল্প হলো ক্যালিগ্রাফি। সৌন্দর্য ও জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই শিল্পকলাকে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিল্পীরা ব্যাপকভাবে ধারণ ও চর্চা করে চলেছেন। বাংলাদেশে সামাজিকভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বড় অর্জন হচ্ছে-ক্যালেন্ডার, ভিউকার্ডে এর ব্যাপক ব্যবহার। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম শোভা পাচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিফট আইটেম হিসেবে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদান বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি একটি নান্দনিক শিল্পকলা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দেশের সৌখিন শিল্পীগণ কর্মশালা ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ অথবা দেখে দেখে রং দিয়ে অথবা ক্যালিগ্রাফি কলম দিয়ে এর চর্চা করে চলেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রথম নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী করেন সাইফুল ইসলাম।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চার একটি আবহ তৈরি হয় শিল্পী ও এ বিষয়ে আগ্রহী লেখকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য প্রধানত দু ধরনের। এক. শৈলীভিত্তিক বা ট্রেডিশনাল-দুই. পেইন্টিং নির্ভর।

শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে নন্দনতত্ত্বের বিষয়টি এসে যায়। আক্ষরিক অর্থে শৈলী বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ দাবি করে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদের ওপর। শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির নন্দন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এদেশের প্রচলিত আরবি হরফ সম্পর্কে সাধারণের মাঝে যে ধারণা রয়েছে সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ দেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ আরবি হরফ বলতে কোলকাতা ছাপার কুরআনের হরফ বুঝে থাকেন। এই হরফ মূলত নিশ্চল বা গতিহীন টাইপ সেট। এতে হাতের লেখার জীবন্ত প্রবাহ খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও খুব সীমিত পরিসরে লক্ষ্ণৌ ছাপার কুরআন রয়েছে, তবু তা অধিকাংশের কাছে পাঠ করা কঠিন বলে অনুযোগ রয়েছে। সুতরাং শৈলীবিষয়ক নন্দন তত্ত্বের আলোচনায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরবি হরফের শৈলীবিষয়ক বিশুদ্ধতা যেটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেটা আরব দেশসমূহে বিশেষ করে তুরস্কে রয়েছে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মগুলো গত তিন দশক ধরে শিল্পীগণ চর্চা করে চলেছেন। তার শৈলীভিত্তিক বিবেচনা দেশীয় আঙ্গিকে যথেষ্ট আশাপ্রদ। এ কথা এজন্য বলা হচ্ছে, কারণ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফিতে শৈলীর উৎকর্ষতা উন্নীত এবং আন্তরিক। নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীগণ একক ও দলগত প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন। বিদেশের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাদের সরব অংশগ্রহণও চোখে পড়ার মতো। ২০০৭ সালে তুরস্কের আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে ৫ জন শিল্পী-মোহাম্মদ আবদুর রহীম, আবু দারদা নুরুল্লাহ, মোরশেদুল আলম, মাসুম বিল্লাহ ও সিদ্দিকা আফরিন লামিয়া অংশগ্রহণ করেন (ইরাসিক ক্যাটালগ, ২০০৭, পৃ. ৮৮-১০৫)। শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশের সদস্য। যেহেতু প্রতি বছর আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে শৈলীগত সৌন্দর্যরূপের পরিবর্তন হচ্ছে তাই সাম্প্রতিক শিল্পকর্মের এবং ৩ দশক আগের শিল্পকর্মের শৈলীগত পার্থক্য বেশ বড় ধরনের। সাম্প্রতিক ২০০৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা

একাডেমি ও সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে শিল্পকর্মগুলোতে শৈলীর উৎকর্ষতা চোখে পড়ার মতো। হরফের গতি-প্রকৃতি, বিভিন্ন ফন্টের নিপুণ উপস্থাপন, কম্পোজিশনে নতুনত্ব, এমনকি সাম্প্রতিক মুয়াল্লা শৈলীর বেশ কয়েকটি মানসম্মত কাজ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। আরবি ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক নন্দনতাত্ত্বিক স্বরূপ বা দর্শন কী? কয়েকটি বিষয় এর সাথে জড়িত, হরফের সঠিক সেইপ ও সাইজ যেটা আল খাত আল মানসুব বা আনুপাতিক লেখনীর সাথে সম্পৃক্ত এবং ইবনে বাওয়াবের মানসুব আল ফায়েক অর্থাৎ সৌন্দর্যময় লেখনী আক্ষরিক অর্থে আরবি ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক নন্দনতত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। এছাড়া ইয়াকুত আল মুস্তাসিমীর কলম কাটার কলা কৌশল এতে পূর্ণতা এনেছে, কালির প্রস্তুতবিধি, ব্যবহার নীতিমালা। কাগজ বা উপায়-উপকরণ একটি নির্দিষ্ট বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সুলুস লিপির আলিফটি ক্যালিগ্রাফি কলম দিয়ে লিখতে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। র'স বা মাথা হবে দেড় থেকে দুই ফোঁটা বা নোকতা বরাবর এবং জেসম বা শরীরটি ৫-৬ নোকতা বরাবর লম্বা হবে। শেষে মাথার নিচে কলমের ডান কোনা দিয়ে পূরণ করতে হয়। এটা হলো সাধারণ নিয়ম কিন্তু হরফের আকৃতি ও পরিমাপ ঠিক রাখার সাথে সাথে এর রৈখিক বাঁক ও ভাঁজগুলোও যথাযথ করতে হয়। এটি সরাসরি নন্দনতত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট যেটা হাতে কলমে ওস্তাদ ছাত্রকে শিখিয়ে থাকেন। আর ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ হাতে কলমে ক্যালিগ্রাফি শিখিয়ে আসছে ১৯৯৮ সাল থেকে। যেজন্য নবীন ক্যালিগ্রাফারদের বৃহৎ অংশটি শৈলীতে দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছে। বাংলাদেশে শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি যারা চর্চা করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন-শহীদুল্লাহ এফ. বারী, বসির মেসবাহ, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, আবু দারদা, নেসার জামিল প্রমুখ। আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মে খাগের কলমের সরাসরি প্রয়োগ অনুপস্থিত। কিন্তু তিনি শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির প্রতি যত্নশীল। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মে সুলস, নাসখ, দিওয়ানী, কুফী, রুকআ, নাস্তালিক, রায়হানী, মুহাক্কাক, ও মুয়াল্লা শৈলীর উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। রঙের মাধ্যম হিসেবে পানি রং, কালি, অ্যাক্রিলিক, তেল রং মেটাল রং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কাগজ, ক্যানভাস, কাঠ, পাথর, ধাতব মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি করা হয়ে থাকে। চিত্রকলায় যেমন শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির উপস্থাপন রয়েছে

তেমনি স্থাপত্যে বিশেষ করে মসজিদ গাত্রে আরবি ক্যালিগ্রাফি ইদানীং বাংলা ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক উপস্থাপন দেখা যায়। শিল্পী আরিফুর রহমান ২০০২ সালে কুমিল্লার গুনাই ঘর ও ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ বরিশালের গুঠিয়ায় ২টি মসজিদে বাংলা-আরবিতে শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি করেছেন। শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ২০০০ সালে চট্টগ্রামে পতেঙ্গায় সলগোলা জামে মসজিদ, ২০০৩ সালে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানার সুন্ধিসার জামে মসজিদ, ২০০৫ সালে ঢাকা সেনানীবাসে সেনা কেন্দ্রীয় মসজিদ, ২০০৪ সালে বারিধারা ডিওএইচএস মসজিদ, ২০০৬ সালে ঢাকা উত্তরার ৫নং সেক্টর জামে মসজিদ, ২০০৭ সালে হবিগঞ্জে শাহ সোলেমান ফতেহ গাজী (রহ.) দরগাহ-এ এবং ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে পুরান ঢাকায় একটি ইমারাত ভবনের চারটি ফটকে আগ্রার তাজমহলের ফটকের অনুরূপ সুরা ইয়াসিনের শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি করেন (রহিম, ২০১৫, সংগ্রাম, ১৭ জানুয়ারি)। এসব স্থানে কুফি, সুলস, বেঙ্গল তুগরা, নাসখ, দিওয়ানী প্রভৃতি শৈলীতে ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে (চিত্র নং-৪)। শিল্পী মনিরুল ইসলাম, শহীদুল্লাহ এফ. বারীসহ কয়েকজন শিল্পী বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদ, ধর্মীয় ইমারতে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পে বৃহত্তম অংশ হচ্ছে পেইন্টিং নির্ভর। আর এই পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফিতে প্রবীণ ও খ্যাতিমান শিল্পী মুর্তজা বশীরের শিল্পকর্ম এক অনন্য দৃষ্টান্ত (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। বাংলাদেশের শিল্পকলার পেইন্টিংয়ে কীভাবে ক্যালিগ্রাফির সার্থক উপস্থাপন হতে পারে তা দেখিয়েছেন তিনি (চিত্র নং-৫)। তাকে বাংলাদেশের পেইটিং ক্যালিগ্রাফির পথিকৃৎ বলেছেন শিল্পবোদ্ধারা। প্রবীণ শিল্পী আবু তাহের, মরহুম শামসুল ইসলাম নিজামী, সবিহ-উল আলম, ড. আবদুস সাত্তার, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহিম মণ্ডল, আমিনুল ইসলাম আমিনসহ অর্ধ শতাধিক প্রবীণ নবীন শিল্পী আরবি-বাংলা হরফকে অনুষঙ্গ করে অসাধারণ সব ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং করে চলেছেন। শিল্পী আবু তাহের অর্ধবিমূর্ত ঢংয়ে পেইন্টিং করে থাকেন। আরবি হরফের পরস্পর ছন্দ ও গীতিময়তা একটি টান টান আকুলতা নিয়ে ফুটে ওঠে তার শিল্পকর্মে। রং, ফর্ম ও রেখার আশ্চর্য সম্মিলন দেখা যায় তার ক্যালিগ্রাফিতে। শিল্পী সবিহ-উল আলমের ক্যালিগ্রাফিতে ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে (চিত্র নং-৬)। শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তারের ক্যালিগ্রাফিতে প্রাচ্যকলার আবেশ মূর্ত হয়ে ওঠে (চিত্র নং-৭)। সাইফুল ইসলাম

নিজস্ব স্টাইল ও রঙের সমন্বয়ে এক ভিন্ন জগৎ তৈরি করেছেন। তার ক্যালিগ্রাফিতে তাই নাগরিক ক্যালিগ্রাফির মুখরতা দেখা যায়। ইব্রাহীম মণ্ডলের ক্যালিগ্রাফিতে বাংলার নিসর্গ, ফর্ম ও রেখার সাথে রঙের উজ্জ্বল্য উপস্থিতি দর্শককে আকর্ষণ করে। আমিনুল ইসলাম আমিন চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বাস্তব জগতের সাথে আধ্যাত্মিক ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় তুলে ধরেন তার শিল্পকর্মে (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭) (চিত্র নং-৮)। নিপণ তুলির ছোঁয়ায় তার শিল্প ভাস্বর হয়ে ওঠে। এছাড়া আরও খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফি শিল্পী রয়েছেন, মাহবুব মুর্শিদ তিনি বাংলা বর্ণমালা বিন্যাসের মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের উপর ক্যালিগ্রাফি করেছেন। (চিত্র নং-৯) ভাস্কর রাসা কাঠ মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালার বিন্যাসে ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফির রূপ দিয়েছেন (চিত্র নং-১০)। পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফিতে হরফ যেহেতু অনুষঙ্গ হয়ে আসে, সেক্ষেত্রে শৈলীর উপস্থাপন হয় গণ্য। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে শৈলীও সমানভাবে পেইন্টিংয়ে উঠে আসে। তবে সেটা সংখ্যায় একেবারে হাতে গোনা। মূলত : পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফিতে, রং, ফর্ম, দর্শন চিন্তা, ব্যাকরণ প্রভৃতি লক্ষ্য রাখা হয়। পেইন্টিংয়ে শিল্পকর্ম হতে গেলে যেসব উপাদান থাকা প্রয়োজন শিল্পী সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখেন। ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রায় সব শিল্পকর্মে এমন উপস্থাপন লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পে পবিত্র কুরআন হাদিসের বাণী মুখ্য হয়ে আছে। এর সাথে শুধু হরফের কম্পোজিশন যেমন–আরিফুর রহমানের আলিফ বিন্যাস, ইব্রাহীম মণ্ডলের আলিফ নৃত্য শিল্পকর্মের কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্পে বাংলালিপি-নির্ভর বহু উল্লেখযোগ্য কাজ রয়েছে। ড. আবদুস সাত্তার, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহীম মণ্ডল, আরিফুর রহমানসহ অধিকাংশ শিল্পী তাদের শিল্পচর্চায় বাংলা ক্যালিগ্রাফিকে সযত্নে লালন করেছেন। এসব শিল্পকর্মে হরফের প্রান্তীয় স্ট্রোকগুলো প্রলম্বিত করে এবং কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে হরফকে ভেঙেচুরে সমন্বয় ও ছন্দায়িত করার প্রয়াস চালানো হয়। অনেক শিল্পী তাদের কাজে বাংলা ক্যালিগ্রাফির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে প্রধান্য না দিয়ে আরবি কুফি, সুলুস প্রভৃতির আদলে করতে চেয়েছেন, এতে অনেক শিল্পবোদ্ধা ভিন্ন মতোমতও ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে পেইন্টিংয়ে যে বাংলা ক্যালিগ্রাফি দেখছি সেটা ৯০ দশকের শেষ দিকেও তেমন লক্ষ করা যায়নি। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প আক্ষরিক অর্থে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তিন দশক পর এই শিল্পের পথ চলায়

প্রয়োজনীয় উপাদান উপকরণ যেমন সহজলভ্য হয়েছে তেমনি এর প্রতিষ্ঠায় একটি মজবুত ভিত্তিও পেয়েছে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে জানার জন্য বইপত্র, পত্রিকা, ম্যাগাজিনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ সম্পর্কে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে এখন দেখা মেলে। একটি কথা না বললেই নয়, বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিল্পীদের ব্যক্তিগত প্রয়াসকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে হয়। সেই সাথে যারা এ শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাদের অবদানও কম নয়। লেখালিখি, গবেষণার মাধ্যমে এ শিল্পের ইতিহাস সংরক্ষণ গতি প্রকৃতি মূল্যায়ন ও সবার কাছে এর পরিচয়, সৌন্দর্য, গুরুত্ব, অপরিহার্যতা তুলে ধরার জন্য নিরলস সাধনা যারা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের অবদান যেন আমরা ভুলে না যাই। এদেশে ক্যালিগ্রাফির উন্নয়ন, প্রসার ও জনপ্রিয় করতে ইতোমধ্যে যে রচনা সম্ভার ও বইপত্র প্রকাশ পেয়েছে তা নিতান্ত কম নয়। শতাধিক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদনের সাথে বাংলাভাষায় এর ইতিহাস ক্রমধারা, শৈল্পিক বিশ্লেষণ নিয়ে গ্রন্থও রচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির ওপর সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল, পিএইচ ডি ডিগ্রিও নিচ্ছেন অনেকে। ক্যালিগ্রাফির এই বিস্তৃতিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেশ লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছে। ৮০ দশকের গোড়ার দিকে ক্যালেন্ডারে সিনেমার নায়িকা ও নারীচিত্র প্রধান উপাদান ছিল। কিন্তু এখন সেখানে ক্যালিগ্রাফি, মসজিদ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীই একচ্ছত্র স্থান দখল করে চলেছে। সরকারি বেসরকারি ইমারতে ইন্টেরিয়র সজ্জায় ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম বড় ধরনের স্থান করে নিয়েছে। এমনকি বিদেশে সরকারি উপহার সামগ্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম গুরুত্ব লাভ করেছে। ব্যক্তি পর্যায়ে বহু ইমারতে ক্যালিগ্রাফি মুরাল, টেরাকোটা ফ্রেস্কো প্রভৃতি প্রধান্য লাভ করছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ক্যালিগ্রাফির যে বিস্তৃতি, তার মূল্যায়নে দেশের প্রথিতযশা কয়েকজন শিল্পীর মন্তব্য এখানে তুলে ধরছি। শিল্পী মুর্তজা বশীর বলেন, আমি একজন পেইন্টারের দৃষ্টি দিয়ে এটা বলতে পারি অক্ষর দিয়ে পেইন্টিং করার একটি প্রয়াস এখানে রয়েছে যাতে ক্যালিগ্রাফি ছাপিয়ে নান্দনিক রসের অনুভব আমরা পেতে পারি (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। শিল্পী আবু তাহের বলেন, বেশ কিছু শিল্পী গভীর মমত্ব ও আনুগত্য নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় মনোযোগ দিয়েছেন এবং আনন্দের বিষয় এদের মধ্যে কেউ কেউ শিল্পবোদ্ধাদের মনে গভীর রেখাপাত করতে

সক্ষম হয়েছেন (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। শিল্পী সবিহ-উল আলম বলেন, ১৬২টি ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম নিয়ে ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৩ গুণে মানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে, এটা নিঃসন্দেহে যেমন–আনন্দের তেমনই গৌরবের (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। স্পেন প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পী মনিরুল ইসলাম ক্যালিগ্রাফিকে মিস্ট্রিক্যাল ফর্ম উল্লেখ করে বলেন বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। এজন্য তিনি শিল্পীদেরকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। ১২তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে গ্র্যান্ড প্রাইজ প্রাপ্ত ইরানের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফি শিল্পী সিদাঘাত জাব্বারি বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেন (ক্যালিগ্রাফি আর্ট, ২০০৩, পৃ. ১-৭)। এজন্য তিনি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীগুলোর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

ক্যালিগ্রাফির প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় বহমান। বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে এর প্রাতিষ্ঠানিক ধারা চলমান রয়েছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় চর্চা চলছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় উপায়, উপকরণ, করণ কৌশল, সিলেবাস, কারিকুলাম সবকিছু নির্দিষ্ট শিক্ষাকমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় ফলে শিল্পের গুণাবলিসহ টেকসই ক্যালিগ্রাফির শিক্ষা এখানে বিদ্যমান। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীরা বাণিজ্যিক বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় শিল্পের গুণাবলিকে মানসম্পন্ন পর্যায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। তারা সাধারণত আরবি ও বাংলা হরফে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় শিল্পশৈলী ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং তুলনামূলকভাবে বাংলা হরফে বেশি ক্যালিগ্রাফি চর্চা করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় করণ-কৌশলে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও ক্যালিগ্রাফির শৈলীতে বড় ধরনের অসংগতি থেকে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় ক্যালিগ্রাফির নিরীক্ষাধর্মী কাজ প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয় কিন্তু বাংলাদেশে ক্যালিগ্রফির মৌলিক স্টাইলের শিক্ষকের অপ্রতুলতা রয়েছে। শিল্পের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ক্যালিগ্রাফি চর্চার পর্যাপ্ত শিক্ষক তৈরি হলে এর পূর্ণতা এসে

যাবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় এখন পর্যন্ত শৈলী ও মাধ্যম উপায়-উপকরণে সৃজনশীল বিষয়টি উপেক্ষিত। এখানে কপিপেস্ট পদ্ধতিতে নকল কাজ ও উৎপাদনের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে স্থাপত্য ও পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফিতে এই নকলের আধিক্য অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায় বড় দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মোটাদাগে, ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক মানসম্পন্ন চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় সহজলভ্য।

উপসংহার

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প স্বতন্ত্র ও বলিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্যালিগ্রাফি চর্চায় একটি সমৃদ্ধ ধারা বয়ে চলেছে, তা উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়। পর্যায়ক্রমে শিল্পটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে, যা এখন একটি জনপ্রিয় ও মানসম্পন্ন কলা হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে শিল্পীদের ব্যক্তিগত প্রয়াস ও পৃষ্ঠপোষকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি-বেসরকারি ইমারত, ভাস্কর্য মসজিদ, ক্যালেন্ডার, বইপত্র, মুরাল ইত্যাদিতে ক্যালিগ্রাফির প্রসার লক্ষণীয়। এছাড়াও ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা অত্যন্ত গৌরবের। তবে সামগ্রীক শিল্পচর্চায় ক্যালিগ্রাফি নিয়ে সেভাবে আলোচনা ও প্রকাশনা লক্ষ করা যায় না। ক্যালিগ্রাফি চর্চা বাংলাদেশে এখনো সেইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেনি। শুধু প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ, ডেমনস্ট্রেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা একটি বিভাগও হতে পারে। সে বিবেচনায় বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ব্যক্তিগতভাবে ক্যালিগ্রাফি আর্কাইভ গড়ে উঠছে। কিন্তু ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য একটি স্থায়ী গ্যালারি এখনো নেই। যে কোনো শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শিল্পটিকে টেকসই ও উন্নয়নে মূল ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চার প্রসারতা প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার তুলনায় বেশি। ফলে এ শিল্পের প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায় না। ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা বৃদ্ধির উদ্যোগ সংশ্লিষ্টদের নিতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

এবনে গোলাম সামাদ (১৯৭৩), ইসলামী শিল্পকলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (১৯৯৫), মুসলিম লিপিকলা, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

ড. আব্দুস সাত্তার (২০০৩), প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রহীম (২০০২), ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রহীম (২০১০), সুলস লিপিশৈলী, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মুহাম্মদ নূরুর রহমান (২০০৯), আরবি ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মলয় বালা (২০১৮), বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মলয় বালা (২০১৮, পৃ. ২৮৬), বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সরসী কুমার সরস্বতী (১৯৭৮), পাল যুগের চিত্রকলা আনন্দ, কোলকাতা।

Shah Muhammad Shafiqullah (2012), Calligraphic Art in Sultanate Architecture, Dhaka.

সহায়ক প্রবন্ধ, রচনা, প্রতিবেদন।

ইরসিকা ক্যাটালগ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক, ২০০৭।

ক্যালিগ্রাফি আর্ট পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট-২০০৩, ঢাকা।

ক্যালিগ্রাফার মোহাম্মদ আব্দুর রহীমের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে

সংগৃহীত, ১৪ই নভেম্বর, ২০২২।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, শিল্পী আব্দুস সাত্তার, ১৩ই জুন, ২০২২।

মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক (২০১৩), বাংলার ইতিহাসে আরবি ও ফারসি শিলালিপি চর্চার গুরুত্ব, শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রহীম (২০১৫), বাংলা ভূখণ্ডে ক্যালিগ্রাফির পদযাত্রায় শিলালিপির ভূমিকা, সংগ্রাম, ১৭ই জানুয়ারি।

ইন্টারনেট

https://en.wikipedia.org/wiki/ক্যালিগ্রাফি #ইতিহাস.....১৮.৩০টার সময়, ১৬ই জুন ২০২২।

ক্যালিগ্রাফি চিত্র সূচি

চিত্র নং-১
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর পোস্টার
তথ্যচিত্র : প্রথম আলো প্রকাশ :
১১ই মার্চ ২০২২, ১৪:০০

চিত্র নং-২
শিল্পী আব্দুস সাত্তারের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

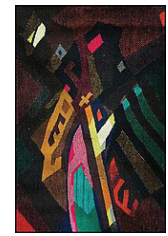

চিত্র নং-৩
শিল্পী রশিদ চৌধুরীর ট্যাপেস্ট্রি
ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র :
Daily Observer, Monday,
December 15.2014

চিত্র নং-৫
শিল্পী মর্তুজা বশিরের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

চিত্র নং-৬
শিল্পী সবিহ-উল আলমের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

চিত্র নং-৪
শিল্পী আব্দুর রহিম এর মসজিদ গাত্রে
ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফি সংগ্রহ

চিত্র নং-৭
শিল্পী আব্দুস
সাত্তারের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি
প্রদর্শনী-২০০২

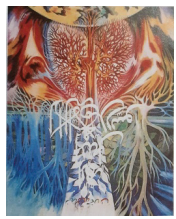

চিত্র নং-৮
শিল্পী আমিনুল ইসলামের
ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি
প্রদর্শনী-২০০২

চিত্র নং-৯
শিল্পী মাহবুব মুর্শেদের ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : প্রতিদিনের সংবাদ
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

চিত্র নং-১০
ভাস্কর রাসার ক্যালিগ্রাফি, তথ্যচিত্র : ক্যাটালগ
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

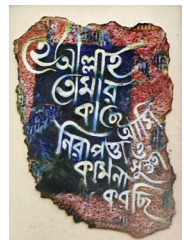

চিত্র নং-১১
শিল্পী মিজানুর রহমান ফকিরের বাংলা ক্যালিগ্রাফি
তথ্যচিত্র : ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০২২